

## সম্পাদকীয়

মুক্তাশ্বষার গত জুলাই মাসের সংখ্যা বের হবার পর দেশে অনেক কিছু ঘটেছে, যার মধ্যে রয়েছে (ক). তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালিত একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় মোর্চা ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিএনপি-জামাত চক্র সেই পুরোনো সুরের ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে জনগণ শুনুক আর নাই শুনুক। তারা আবিষ্কার করেছেন ‘ডিজিটাল কারচুপি’- শব্দ চয়নটিও বেশ অভিনব; (খ). এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন মহাজোট তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে; ফলে দীর্ঘ দুবছর দেশে অগণতান্ত্রিক ও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চালিত ড. ফখরুদ্দীনের সরকারের অবসান ঘটেছে এবং দেশ নতুন আশা নিয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও নবীন একগুচ্ছ আনকোরা সমবয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে, যাকে অনেকেই চমকের মন্ত্রীসভা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নির্বাচনে যে সীমাহীন প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল তার কথা মনে রেখেই হয়তো সরকার ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহ সব হিসেবকে ওলটপালট করে দিল। এ বিদ্রোহের দূর ও তাৎক্ষণিক কারণ যাই থাকুক, এ বিদ্রোহে শুধু বিপুলসংখ্যক সেনা কর্মকর্তা নিহত হন নি, সাধারণ বিডিআর সেপাইদের মনোবলকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো ভেঙে চুরমার হয়েছে। সাথে সাথে শেখ হাসিনার নতুন সরকারকে বিশাল একটি ঝাকুনি দিয়েছে এবং এর অবস্থানকে নড়বড়ে করে দিয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সেনাবাহিনী এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে মহাজোট সরকারের ওপর নিজেদের খবরদারি আরও মজবুত করার প্রয়াস পাচ্ছে এতো দিবালোকের মত স্পষ্ট। ড. ফখরুদ্দিন সরকারের আজ্ঞাবহতা তাদের এত দ্রুত ভুলে যাবার কথা নয়। আর এখানেই সত্যিকার গণতন্ত্রের বিপদের উঁকি, সিভিল সরকারের ও প্রশাসনের অধস্তন পর্যায়ে নেমে আসার আশঙ্কা। এই বিপদের প্রতি দেশবাসী সচেতন আছে বলেই মনে হয়।

আমরা বিদ্রোহের নেপথ্য শক্তির, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অফিসারদের হত্যাকারী সকলকে বিচারের দাবি অবশ্যই করি, কিন্তু একই সাথে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে সরকার ও জনগণকে সজাগ থাকতে বলি।

এরই সাথে নির্দোষ বা স্বল্পদোষী সেপাইরা যেন প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার ক্রোধের সম্মুখীন না হন, সরকারসহ সকলের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন। তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ভুলে গিয়ে একটি মাত্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে ও সাধারণ সেপাইদের, যে সেপাইরা তাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভালবাসে, এটিকে বর্তমান পর্যায়ে নিয়ে আসতে অবদান রেখেছে, বিচার করা অনৈতিক। আর কিছু না হোক, বিগত একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তখনকার ইপিআর সদস্যদের অবদান আমরা ভুলে যাই কী করে ?

মুক্তাশ্বষার ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যাটি অমার্জনীয় দেরীতে প্রকাশিত হল, এর জন্য কোন কৈফিয়ৎ হাজির করব না, শুধু এটুকু বলব যে আপদ ও অসুবিধাগুলো ছিল তা দূর করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। তবে এ দুর্বলতা অকপটে স্বীকার করেও বলব, এ সংখ্যাটিও আপনাদের প্রীতিলাভে ধন্য হবে আশা করি।